আল্লাহর দিকে আহবান সিরিজ-১

ব্যাখ্যাসহ

কালিমাতুশ শাহাদাহ

(সাক্ষ্যদানের বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আশ-হাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ,ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসূলুহ

আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রসূল।"

বলতে কি বুঝায়?

সম্পাদনায়: গাজী মুহাম্মদ তানজিল

আল্লাহর দিকে আহবান প্রকাশনী

কুরআন-সুন্নাহ আকড়ে ধরুন

আবু হুরায়রা (রা:) বলেন: রসূল (সা:) বলেছেন: আমি তোমাদের মাঝে এমন দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা এর উপর আমাল কর তবে কখনো গোমরাহ হবে না। প্রথমত: আল্লাহর কিতাব (আল-কোরআন)। দ্বিতীয়: আমার সুন্নাহ (আল-হাদিস)। (মুসতারাকে হাকিম-৩১৯)

- যারা এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়।
- যারা সত্য গ্রহনে ও মিথ্যা বর্জনে আপোষহীন।
- যারা সহজে জান্নাতের পথকে সুগম করতে হয়।
- যারা গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র,রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের অন্ধ অনুসরনের বেড়াজালে আবদ্ধ।

তাদের জন্য এই লেখাটি একটি সামান্য উপহার।

প্রচ্ছদ ও সম্পাদনায়: গাজী মুহাম্মদ তানজিল

(বিশুদ্ধ ইসলামী জ্ঞান অন্বেষনকারী একজন ছাত্র)

সার্বিক সহযোগীতায় : মুহাম্মদ কাওসার আলম

প্রকাশনায়:

আল্লাহর দিকে আহবান প্রকাশনী

www.allahordikeahban.wordpress.com

প্রকাশকাল:

১ম প্রকাশ: *15* ফেব্রুয়ারী ২০১৫

হাদিয়া (মূল্য) : আল্লাহর সন্তুষ্টি, *পরকালীন মুক্তি ও নাজাতের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বিতরনের জন্য।*

(বিক্রয়ের জন্য নহে)

সংক্ষিপ্ত ইসলামী প্রশ্ন উত্তর:

প্রশ্ন-১ ইসলাম কি?

উত্তর: ইসলাম একটি আরবি শব্দ। ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- অনুগত হওয়া, নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্বসর্মপন করা। ইসলাম মানে আল্লাহর কাছে পরির্পূণ আত্বসর্মপন,নিজেকে সঁপে দেয়া এবং পরিপূর্ণ তাওহীদের (একত্ববাদের) স্বীকৃতি দেয়া,সকল প্রকার শির্রক ও অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা। ইসলামিক পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের (জীবনব্যবস্থার) নাম, যা মুহাম্মদ (সা:) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম র্অথ ইসতিলাম, আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্বসর্মপন করা, আত্বসর্মপনের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করা, এবং রসুল (সা:) এর প্রতি ঈমান আনা ও তার অনুসরন করা এবং শিরক থেকে পবিত্র হওয়া এবং শিরকের লোকদের থেকে মুক্ত হওয়া।

(আদ দুরার আস সানিয়্যাহ ১/১২৯) (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-২ মুসলিম (আত্বসমর্পণকারী) কে?

উত্তরঃ- আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হক্ব ও পরির্পূণ দ্বীন ইসলাম। আল্লাহর কাছে যে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়, আত্বসর্মপন করে, আনুগত্য করে, এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করে,সমস্ত শিরক থেকে মুক্ত হয়,শিরকের লোকদের থেকে মুক্ত হয়, এবং তার জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মেনে নেয় রসূলের (সা:) অনুসরনে, সেই প্রকৃত মুসলিম।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, 'সুতরাং ইসলাম মানে-একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্বসর্মপণ করা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো কাছে নয়। শুধু তারই ইবাদত করা, কাউকে তার শরীক না করে। তার প্রতি নিজেকে র্পূন সপে দেয়া । তার কাছে আশা করা এবং তাকেই একমাত্র ভয় করা। তাকেই ভালবাসা,যর্থাথ এবং পরির্পূণ ভালবাসা, সৃস্টির কাউকে এমন ভাল না বাসা। সুতরাং যে অপছন্দ করে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, তাহলে সে মুসলিম নয় এবং যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে বা পাশাপাশি তাহলে সেও মুসলিম নয়"। (কিতাব আন নুবুওয়্আত, ১২৭) (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৪। ইসলাম পরির্পূণ দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) তার প্রমান কি?

উত্তরঃ- ইসলাম হচ্ছে পরির্পূণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা, তার প্রমান হচ্ছে আল্লাহর বাণী

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরির্পূণ করলাম। আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর র্পূণতা দিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম"।(সূরা মায়িদাহ-৫:৩) (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৫। ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ কি?

উত্তরঃ-ইসলামের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে ইসলামকে নিজের পরির্পূন দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহন করা, পরির্পূণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়া,অনুসরন করা ও মানা। ইসলামের কিছু মানা কিছু র্বজন করা চলবে না এবং আমরন ইসলামের উপর টিকে থাকা। এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

"হে ঈমানদারগন! পরির্পূণভাবে ইসলামে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না।"। (সূরা বাকারাহ ২:২০৮)

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٣:١٠٢]

"আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"। (সূরা আল-ইমরান ৩:১০২)

(কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৬। ইসলামের মূল উৎস্য কি?

উত্তরঃ- ইসলামের মূল উৎস্য দু'টি। পবিত্র আল-কুরআন ও রসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ (আল-হাদিস)। এ ব্যাপারে রসূল (সা:) বিদায় হাজ্জে বলেছিলেনঃ ***'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষন এগুলোকে আকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কোরআন), আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ (আল-হাদিস)। " (আবু দাউদ,ইবনে মাজাহ)*** (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৭। ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টি ও কি কি?

উত্তর:- ইসলামের মূল ভিত্তি পাচটি।

১। এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে **"আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসুল।"**

২। সলাত কায়িম করা ৩। যাকাত আদায় করা ৪। আল্লাহর ঘরে হাজ্জ আদায় করা ৫। রমাদানের সিয়াম পালন করা।

ইবনে উমার (রা:) থেকে বর্ণিত, নাবী (সা:) বলেনঃ "***ইসলামের ভিত্তি পাচটি। এ বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইবাদত যোগ্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা:) তাঁর বান্দা ও রসুল। সলাত কায়িম করা,যাকাত আদায় করা,(আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ আদায় করা এবং রমাদানের সিয়াম পালন করা ।*** **(বুখারী ও মুসলিম)** (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৮। ঈমান কি?

উত্তর। ঈমান শব্দের শাব্দিক র্অথ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ ,মালাইকা (ফিরিশতাগন), কিতাব সমুহ, নাবী-রসুলগন ,আখিরাত (পরকাল),তাকদির(ভাগ্য) এ ছয়টি মৌলিক বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমান বলে। ঈমান হচ্ছে তাছদীক বিল জিনান বা অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন,ইক্বরার বিল লিসান বা মুখের স্বীকৃতি এবং আমাল বিল আরকান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ করা। (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-৯। মুমিন (বিশ্বাসী) কে?

উত্তরঃ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে উল্লেখিত ছয়টি রুকন এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহের প্রতি যে যর্থাথ ঈমান আনে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে তাকে মুমি'ন (বিশ্বাসী) বলা হয়। প্রকৃত মু'মিনদের পরিচয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ" [٤٩:١٥]

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষন করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ।"(সূরা , হুজরাত ৪৯:১৫)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [٨:٢]الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٨:٣]

"মুমিনতো তারাই , যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর । আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষন করে। সে সমস্ত লোক যারা সলাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারাই হল সত্যিকার মু'মিন! তাদের জন্য রয়েছে স্বীও পরওয়ারদেগারের নিকট মরযাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।" (সূরা, আনফাল ৮:২-4) (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-১০ তাওহীদ (একত্ববাদ) কি?
উত্তর: তাওহীদ শব্দের র্অথ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষনা করা।
তাওহীদ হল-এক বাক্যে এ সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষন করা যে, সকল বিষয়েই আল্লাহ এক ও একক ,অদ্বিতীয়, নিরুপম, সমকক্ষহীন, তুলনাহীন।
তাওহীদ হচ্ছে- একমাত্র সত্য মা'বুদের জন্য একমাত্র সত্য দ্বীন ও ঈমানের পথে একাভিমুখী বান্দাহ হয়ে যাওয়া। (কিতাবুল আকাঈদ,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

প্রশ্ন-১১। শিরক কাকে বলে?
উত্তর: শিরক শব্দের র্অথ-অংশীদারিত্ব,অংশিবাদ,মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা। ইংরেজীতে Polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), Associate,partner.
বিশ্বাসগতভাবে,আমলগতভাবে আল্লাহর সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর অংশিদার/সমতুল্য বা সমান বানানোকে/করাকে শিরক বলে।
রব ও ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সহিত আর কাউকে শরীক (অংশিদার) সাব্যস্ত করার নামই শিরক।
অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলুহিয়াত তথা ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। যেমন আল্লাহর সাথে অন্য কারো নিকট দোয়া করা কিংবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদত যেমন যবেহ, মান্নাত, ভয়, কুরবানী, আশা, মহব্বত ইত্যাদির কোন কিছু গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা।
আল্লাহকে ডাকার মত অন্যকে ডাকা, আল্লাহকে ভয় করার মত অন্যকে ভয় করা, তাঁর কাছে যা কামনা করা হয়, অন্যের কাছে তা কামনা করা। তাঁকে ভালোবাসার মত অন্যকেও ভালোবাসা। শিরক হচ্ছে সকল পাপের চাইতে বড় পাপ। যা আল্লাহ তা'আলা যা কক্ষনো ক্ষমা করবেন না। যদি কোন ব্যাক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে মারা যায় তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে হবে। শিরকের ভয়বহতা এত বেশি, শিরকের ভয়বহতা এত বেশি, শিরকের ভয়বহতা এত বেশি, যে শিরক মানুষের সব আমাল নস্ট করে দেয়, মানুষকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।
মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
"إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [٥:٧٢]
"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদাহ -৫:৭২)
আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নাবীকে সাবধান করে বলেন,
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
"আপনার কাছে ওহী করেছি আর আপনার পূর্ব্বে যারা এসেছিল তাদেরকেও ওহী করেছি এই র্মমে যে, তুমি যদি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার আমাল ধ্বংস হয়ে যাবে। আর নিংসন্দেহে তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে"। (সূরা যুমার-৩৯:৬৫) অতএব এ আয়াৎ থেকে আমরা জানতে পারি নাবী (সা:) যদি শিরক করতো তাহলে তার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যেত অতএব আমরা উম্মতরা কোথায় আছি। সুতরাং শিরক থেকে সাবধান, শিরক থেকে সাবধান, শিরক থেকে সাবধান। হে আল্লাহ, হে বিশ্বজগতের পালনর্কতা তোমার কাছে আমরা যাবতীয় শিরক থেকে আশ্রয় র্প্রাথনা করছি। আমীন। ছুম্মা আমীন।

প্রশ্ন-১২ মুশরিক কে?
যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার (শিরক) সাব্যস্ত করে সে মুশরিক। র্অথাৎ আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ইবাদত দিল, অন্য কারও জন্য কুরবানী,মানত, সালাত, সিয়াম পালন করল সে মুশরিক। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বাদ দিয়ে অন্য কারও সন্তুষ্টির জন্য কোন ইবাদত করলে সে মুশরিক।

প্রশ্ন-১৩ তাগুত-কী?

"তাগুত" মানে **সীমালজ্ঞনকারী।**

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন- "ঐ সকল **আল্লাহদ্রোহী** যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালজ্ঞন করেছে এবং মানুষ যাদের আল্লাহর পরিবর্তে সেচ্ছায় অথবা জোরপূবক আনুগত্য করে সে-ই তাগুত। চাই সে মানুষ, জ্বীন, শয়তান, প্রতীমা বা অন্য কিছূ যাই হোক। (তাফসীরে তাবারী:২/২১)

ইমাম ইবনুল কাইয়ুম বলেন- "তাগুত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, পীর-বুর্যুগ যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালজ্ঞন করা হয় ।এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়।" (এ'লামুল মুওয়াক্কেঈ'ন: ১/৫০)

প্রশ্ন-১৪ গাইরুল্লাহ কাকে বলে?

এক কথায় আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকে গাইরুল্লাহ বলে। যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোন মানুষ/জ্বীন বা অন্য কারও ইবাদত করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট থাকে তাকে গাইরুল্লাহ বলে।

প্রশ্ন-১৫ ইবাদত কাকে বলে?

উত্তর: ইবাদতের আভিধানিক র্অথ: অনুগত হওয়া,নত হওয়া,অনুসরন করা।পারিভাষিক র্অথ: ঐ সকল কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও খুশি হন। তা প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে, কথায় কিংবা কাজে। অন্যভাবে বলতে গেলে ইবাদত হচ্ছে ঐ বিশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের র্কম যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন। ইহা ছাড়া কোন কিছু সম্পাদন করা বা বর্জন করা যা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করায় তাও ইবাদত। ইবাদত বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

১.আন্তরিক ইবাদত: যেমন-ঈমানের ছয়টি রুকন,ভয়,আশা,ভরসা, আগ্রহ, ও ভীতি ইত্যাদি।

২. প্রকাশ্য ইবাদত: যেমন: সালাহ, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ।

প্রশ্ন -১৬ কাফির কাকে বলে?

উত্তর: **কাফির** (আরবি: **كافر** - *kāfir*) একটি আরবি শব্দ, যা আরবি কুফর (আরবি: **كفّار** - *kuffār*) ধাতু থেকে আগত, যার শাব্দিক র্অথ হল- ঢেকে রাখা, লুকিয়ে রাখা এবং এর ব্যবহারিক র্অথ হল অবাধ্যতা, অস্বীকার করা, অকৃতজ্ঞতা। এটি ইসলামী তথ্যলিপিসমূহে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। সাধারণত 'অবিশ্বাসী' হিসেবে একে অনুবাদ করা হয়।

"যে ব্যক্তি কুফরী কাজে লিপ্ত হয় তাকে কাফির বলে।বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ ঘোষণা করছে। কাফির ব্যক্তি এ মহাসত্যকে দেখেও গোপন করে, অস্বীকার করে,অবিশ্বাস করে। মানুষ সব সময় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ডুবে আছে। আগুন,পানি,আলো,বাতাস,সবকিছুই আল্লাহর দান। মানুষের হাত,পা,চোখ,কান,মস্তিষ্ক,জ্ঞান-বুদ্ধি,শক্তি-সার্মথ সবই আল্লাহর দান। এরপরও যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তার দ্বীন ইসলামকে অস্বীকার করে সে চরম অকৃতজ্ঞ,অবাধ্য ও কাফির।

ডা. জাকির নায়েক বলেন......"কাফির শব্দটির মূল শব্দ 'কুফর' থেকে উৎপন্ন, যার মানে হচ্ছে গোপন করা,আড়াল করা অথবা প্রত্যাখ্যান করা| ইসলামি পরিভাষায় কাফির সেই লোককে যে ইসলামের মহাসত্যকে গোপন করে,আড়াল করে বা প্রত্যাখ্যান করে এবং এমন এক ব্যক্তি ,যে ইসলাম কে প্রত্যাখ্যান করে তাকে বাংলায় বলা হয় অমুসলিম এবং ইংরেজিতে বলা হয় 'non-Muslim'। যদিও কোন অমুসলিম তাকে অমুসলিম অথবা কাফের বলাকে গালি মনে করেন| এটা গালি তো নয়ই বরং ইসলামী পরিভাষা " (সূত্র: অমুসলিমদের ২০টি প্রশ্ন ও তার উত্তর' প্রশ্ন নং-২০)

প্রশ্ন:১৭ সুন্নাহ কি?

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি يسن -سن থেকে ক্রিয়ামূল। যার র্অথ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি। এই পদ্ধতি ও রীতিনীতি নন্দিত বা নিন্দিত কিংবা প্রশংসিত বা ধিকৃত উভয়েই হ'তে পারে। যেমন- السنة من الله (আল্লাহর নীতি)।

মহান আল্লাহ্ বলেন, سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا [১৭:৭৭]

'আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না' (ইসরা ১৭/৭৭)।

রসূল (সা:) বলেন, وَمَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ ***'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নিকৃষ্ট সুন্নাত (রীতি) চালু করল, অতঃপর তার অর্বতমানে সেটার উপরে আমল করা হ'ল, তাহ'লে তার জন্য আমলকারীর সমান গোনাহ লেখা হবে, অথচ আমলকারীর গোনাহ সামান্যতম কম করা হবে না'।***[মুসলিম হা/১০১৭; নাসাঈ হা/২৫৫৪; মিশকাত হা/২১০।]শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত হ'ল রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর ঐ সকল বাণী, যা দ্বারা তিনি কোন বিষয়ে আদেশ-নিষেধ, বিশ্লেষণ, মৌন সম্মতি ও সর্মথন দিয়েছেন এবং কথা ও র্কমের মাধ্যমে অনুমোদন করেছেন, যা সঠিকভাবে জানা যায় তাকে সুন্নাহ বলা হয়।[শাইখ যাকারিয়া আল-আনছারী, ফাতহুল বাকী আলা আলফাযিল ইরাকী (বৈরুত: দারুল কুতুবিয়াল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃঃ ১২।] অনুরূপভাবে ছাহাবী, তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈদের আছার ও ফৎওয়াসমূহ র্অথাৎ তাদের ইজতেহাদ ও যেসব বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাকেও সুন্নাহ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন রসূল (সা:) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ 'তোমাদের উপরে অবশ্য পালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত ও সুপথ প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত'।[তিরমিযী হা/২৬৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।]

প্রশ্ন:১৮ বিদআত কি?

বিদআত শব্দটি আরবী البدع শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদআত শব্দের আভিধানিক র্অথ= নতুন আবিষ্কার। শরিয়াতের পরিভাষায় বিদআত হচ্ছে র্ধমের নামে নতুন কাজ, নতুন ইবাদাত আবিষ্কার করা।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ***"যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যার ব্যাপারে আমার শরীয়াতের নির্দেশনা নেই, উহা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম হা/৩২৪৩)***

তিনি আরো বলেন- " ***নিঃসন্দেহে সর্ব্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব, সর্ব্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পদ্ধতি। আর নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে শরীয়াতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, এবং প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। (মুসলিমঃ হা/৭৬৮)***

"রসুল (সাঃ) আরো বলেছেন-***যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার দলভুক্ত নয়। [বুখারীঃ হা/৫০৬৩]*** র্অথাৎ যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পদ্ধতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নতুন নতুন ইবাদাত আবিষ্কার করবে অথবা আল্লাহ্র নৈকট্যের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করবে সে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর পদ্ধতিকে তুচ্ছ মনে করল। **এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে???**

বিদআতের কারনে জাহান্নাম অবধারিত- রসূল (সাঃ) বলেছেন : ***'সব বিদ'আতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিনাম-ই হচ্ছে জাহান্নাম। (আবু দাউদ)***

প্রশ্ন:১৯ গনতন্ত্র কি?

গনতন্ত্র শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে উৎপন্ন। যার ইংরেজী শব্দ রুপ democracy (ডেমোক্রেসি)। পরিভাষা হয় জনগনের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট পরিচালনা ।গনতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন ব্যবস্থা,জনগনের জন্য এবং জনগণের দ্বারা অর্থে বুঝানো হয় ।তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরী করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে।এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। র্অথাৎ নিজেরাই আইন তৈরি করে রবের (পালনর্কতার) আসনে বসে। যেটা সৃষ্টির্কতার কাজ।

প্রশ্ন:২০ গনতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কি?

গনতন্ত্র ও ইসলাম এর মধ্যে যে র্পাথক্য রয়েছে তা হল:

- গনতন্ত্র একটি কুফুরি, শিরকী জীবনব্যস্থা। ইসলাম আল্লাহর দেয়া মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।
- ইসলাম আল্লাহর দেয়া র্পূনাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন” وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [৮৫:৩]

যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায়, কখনো তা গ্রহন করা হবে না” । (সুরা আল-ইমরান-আয়াত ৩-৮৫) । তিনি আরো বলেছেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ

”ইসলামই আমার কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা (সূরা আল ইমরান ৩-১৯)

পক্ষান্তরে সরকার বলছে পূজিবাদ বা গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে রাস্ট্রের জন্য মনোনিত জীবন ব্যবস্থা এবং জনগণকে সে ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। এ গণতন্ত্র ইহুদী-খৃস্টানদের তৈরি অসর্ম্পূন ব্যবস্থা।

- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন**,** [১০৯:২] إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ***“আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সব্বময় ক্ষমতাশীল ও সার্ব্বভৌম শক্তির অধিকারী।” (সূরা বাকারা ২:২০,১০৯,১৪৮,২৫৯)*** পক্ষান্তরে এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে “ জনগণ সকল ক্ষমতার অধিকারী”।
- ইসলামে তাওহীদ(একত্ববাদ),আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। আল্লাহর অস্তিত্ব অনস্বীকারয্য। গণতন্ত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব উপেক্ষিত। আল্লাহর অস্তিত্ব নীরব।
- ইসলামে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। গণতন্ত্রে আইনের উৎস মানুষের খেয়াল খুশি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন” إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ ***“আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান বা আইন দেয়ার ক্ষমতা নেই।” (সূরা ইউসুফ ১২-৪০)*** । পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলছে র্পালামেন্টে বসে এম পি সাহেবরা যেমন ইচ্ছে আইন বানাতে পারবেন। জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান প্রনয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরী র্কতৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কারে কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্ব্বভৌমত্ব র্চচা করতে পারে। তাই জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভূ। তাই এই কুফুরী গণতন্ত্রের পথ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেড়িয়ে আসতে হবে।

কালিমাতুশ্ শাহাদাহ ("সাক্ষ্য দানের বাক্য ")

অভিধান (Dictionary) প্রণেতাদের মতে **কালিমা** শব্দটির শাব্দিক অর্থ- **অর্থবিশিষ্ট একক শব্দ**। আবার এটি একটি **সার্থক বাক্যকেও** বুঝায়। কুরআন ও হাদীসে ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসের মূল হিসাবে দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশে **'কালিমা শাহাদাত'** হিসাবে পরিচিত।এই কালিমায় আল্লাহর তাওহীদ এবং মুহাম্মাদ (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কালিমা শাহাদতই সহীহ হাদীসে ঈমানের মূল বাক্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً ا عَبْدُهُ و رَسولُهُ

"আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ,ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রসূলুহ"

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রসূল "

- ❖ أَشْهَد আশহাদু-অর্থ= আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
- ❖ لا লা-অর্থ= নেই।
- ❖ إله ইলাহ-অর্থ =উপাস্য বা মা'বুদ (যার উপাসনা বা ইবাদত করা হয়)
- ❖ إلا ইল্লা-অর্থ= ব্যতিত বা ছাড়া
- ❖ الله আল্লাহ অর্থ=আল্লাহ
- ❖ و ওয়া-অর্থ=এবং (আরও)
- ❖ أَشْهَد আশহাদু-অর্থ= আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি
- ❖ أَنَّ আন্না-অর্থ= যে
- ❖ مُحَمَّدً মুহাম্মাদান-অর্থ=মুহাম্মদ (সা:)
- ❖ اعَبْدُه আ'বদুহু-অর্থ= বান্দাহ (যে ইবাদত করে)
- ❖ و ওয়া-অর্থ=এবং (আরও)
- ❖ رَسولُهُ রসূলুহ-অর্থ= রসূল (বার্তাবাহক)

এই 'কালিমা' বা বাক্যটি দুইটি বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত।

প্রথম বাক্য: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই।"

দ্বিতীয় বাক্য: و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً ا عَبْدُهُ و رَسولُهُ

"এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল "

নিচে এ কালিমার দুটি অংশের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করলাম:

أَشْهَدُ أَنْ لا الَهَ الَّا اللهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) উপাস্য নেই" এর ব্যাখ্যা
لا إله إلا الله **লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা-হ বলতে কি বুঝায়?**

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ **("আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই")** এ সাক্ষ্যবানীর দুটি রুকন বা স্তম্ভ:

- ❖ **লা-ইলাহা (কোন উপাস্য নেই)** . প্রথম অংশে দুনিয়ার সমস্ত বাতিল উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।
- ❖ **ইল্লাল্লা-হ (আল্লাহ ছাড়া).** দ্বিতীয় অংশে শুধুমাত্র আল্লাহকে উপাস্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

لا إله إلا الله

লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা-হ এর দুটি অংশ:

- **<u>লা-ইলাহা</u>**- মানে সকল বাতিল ইলাহ কে র্বজন আর ইল্লাল্লাহ মানে শুধু এক আল্লাহকে গ্রহন।
- **<u>লা-ইলাহা</u>** -মানে-সকল গাইরুল্লাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা।
- আর **ইল্লাল্লা-হ** মানে শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

"لا إله إلا الله" ***(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ)*** এই মহান কালিমাহ্‌টি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সত্যিকার বা সত্য মা'বূদ (উপাস্য) হওয়ার বিষয়টিকে সর্ম্পূণরূপে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। এই কালিমাহ্‌টি গায়রুল্লাহ্‌র (আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো) 'ইবাদাতকে সর্ম্পূণরূপে বাতিল ঘোষণা করে এবং একই সাথে একমাত্র আল্লাহকে সত্যিকার ও প্রকৃত মা'বূদ বলে ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করে। এই মহান কালিমাহ আল্লাহকে 'ইবাদাতের একক অধিকারী ও হক্বদার বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করে।
লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর র্অথ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মূখে পাঠ করলে কোন কাজে আসবে না। অত:পর যে ব্যক্তি এই কালিমা (বাক্য) মুখে উচ্চারন করেছে অথচ আল্লাহ ছাড়া সকল বাতিল উপাস্যের ইবাদত অস্বীকার করে নাই সে এই কালিমার দাবী পূরণ করে নাই।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ঘোষণার সারর্মম/মূলকথা :

লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এ বাক্যকে কালিমাতুত **তাওহীদ (একত্ববাদের বাক্য)** বলে। আমরা জানি ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে **তাওহীদ**। আর তাওহীদের চুড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে **লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।** এ কালিমাকে স্বীকার করার র্অথ হচ্ছে নিম্ন র্বণিত বিষয়গুলো মেনে নেয়া:

- আল্লাহকে এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টির্কতা,প্রতিপালক,রিযিক-দাতা,জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরুপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী,সর্বশক্তিমান,গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকফিহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরুপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা। আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব,আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহকেই আমদের রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী,বিপদ হতে উদ্বারকারী,মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে থাকা যাবে না। নিজের প্রবৃত্তি ও কোনো দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর র্নিভর এবং কারও নিকট আশা পোষন না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে প্রিয় না জানা এবং তাকেই অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।
- কোন মানুষ,দল,সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন-বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধীকারী বলে স্বীকার না করা।
- জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা।

❖ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী,ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরুপে বিশ্বাস না করা।

❖ কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্বীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা। এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয় আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র। যিনি এক, একক তার কোন শরিক নেই।

❖ আল্লাহ প্রতি মুহুর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাকে সবচেয়ে নিকটর্বতী বলে বিশ্বাস করা। ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা।

মোট কথা ব্যাক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র জীবনের সবক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর কমান্ড মেনে নেওয়াই হচ্ছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর র্মম কথা।

অনেক মানুষ তাদের জীবনে কোনো এক সময় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এ কালিমার মৌখিক স্বীকৃতি দান করেই নিজদেরকে খাটি ঈমানদার মনে করে থাকে, যদিও তাদের কাজ র্কম ঈমান আক্বীদার সর্ম্পূণ পরিপন্থী হোক না কেন। এর কারণ হলো ঐ ব্যক্তিরা কেন আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে, অথবা তাদের নিকট ঈমান কি দাবী করে এবং কি কাজ করলে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে এসর্ম্পকে তাদের কোন জ্ঞান নেই । রেফারেন্স : (কিতাবুল ঈমান,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

لا إله إلا الله

লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ঘোষনার শর্ত ০৭টি

কালিমাতুশ্ শাহাদাহ **("সাক্ষ্য দানের বাক্য ")** এর সাতটি শর্ত একত্রে; একই সাথে পূরণ করতে হবে। তা হলেই কেবল প্রকৃত অর্থে মুসলিম (আত্বসমর্পণকারী) হওয়া যাবে।

প্রথম শর্ত (জ্ঞান):

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

" তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" (সুরা মুহাম্মদ ৪৭ঃ১৯)

এটা এ জন্য যে আল্লাহ এক এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের হকদার।

রসুল (সা:)বলেছেন " ***আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই " একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (মুসলিম)***

সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে র্অথসহ ***"লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর*** জ্ঞান অর্জন করা।

দ্বিতীয় শর্ত (দৃঢ় বিশ্বাস) :

তাওহীদ (একত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা-ইল্লাল্লা-হর র্অথ জানার পর এ কালিমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এবং এর দ্বারা সমস্ত ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কালিমা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে বান্দার অন্তরে কোন দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ [٤٩:١٥]

" প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই , যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর কোন সন্দেহ পোষন করেনি এবং জানমাল দিয়ে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদি ও সত্যনিষ্ঠ লোক"। (সূরা -হুজুরাত, ৪৯:১৫)

তৃতীয় শর্ত (গ্রহন করা) :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর র্অথ জানা এবং তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালিমাকে মনে প্রানে গ্রহন করতে হবে কোন প্রকার ইবাদতের মাধ্যমেই তা প্রত্যাখান করা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ [٣٧:٣٥]

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ [٣٧:٣٦]

"এসব লোকেরা এমন ছিলো যে, তাদেরকে যখন বলা হতোঃ " আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই " তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো। তারা বলতো: আমারা এক পাগল কবির কথায় নিজেদের মাবুদ-গুলোকে পরিত্যাগ করবো? (সুরা সাফফাত, ৩৭:৩৫-৩৬)

চর্তুথ শর্ত (সমর্পন করা) :

সর্মপন করতে হবে সকল প্রকার তাগুত(সীমালঙ্ঘনকারী) থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে , এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করেছেনঃ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٤:٦٥] ***" না, হে মুহাম্মদ , তোমার রবের নামে কসম, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষন না তাদের মধ্যে সৃস্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অত:পর তুমি যাই ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তার নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সর্ম্পূণরুপে সর্মপন করবে"। (সূরা-নিসা ৪:৬৫)***

তৃতীয় শর্ত ও চর্তুথ শতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মধ্যে, আর চর্তুথ শত হচ্ছে কর্মের মধ্যে।

পঞ্চম শর্ত (সত্যতা) :

রসূল (সা) এরশাদ করেছেন: " ***যে ব্যাক্তি সত্যতার সাথে খাটি অন্তরে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আহমদ)***

যে ব্যক্তি এ কালিমা শুধু মূখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালিমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা যদি অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত(মুক্তি) লাভ করতে পারবে না।

ষষ্ঠ শর্ত (সততা ও একনিষঠতা) :

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ এর র্অথ,এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস,অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ,এর কাছে নিজেকে সমর্পন এবং ঈমানের সত্যতা যাচাই এর পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হতে হবে। আর এখলাস হচ্ছে বান্দার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন। وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ [٩٨:٥]

"তাদের এ ছাড়া কোন হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাটি মনে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে"। (সূরা-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫)

রসূল (স:) আরো বলেছেন: ***"যে ব্যাক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে সৌভাগ্যবান"। (বুখারী)***

সপ্তম শর্ত (ভালবাসা) :

কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কালিমার প্রতি মুহাব্বত প্রকাশ করতে হবে ।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [١٦٥:٢]

" আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে যারা অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরুপে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। আর কতইনা ভাল হতো যদি এ জালিমরা পাথিব কোনো কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করে অনুধাবন করে নিতো যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর।" (সূরা-বাক্বারা ২:১৬৫)

তাই আসুন আমরা সবাই এ কালিমার র্অথ বুঝে,অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে উক্ত কালিমার সাক্ষ্য-প্রদান করি যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।

রেফারেন্স : (কিতাবুল ঈমান,শাইখুল হাদীস মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

لا إله إلا الله

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরত্ব ও মর্যাদা "

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, এর মর্যাদা যে কত উচ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা বলে শেষ করার মত নয়। তবুও সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা এ কালিমার গুরুত্ব এবং মর্যাদা তুলে ধরছি।

১.এটি ইসলামের মূল কালিমা। এর স্বাক্ষ্য দানই ইসলামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তা। কেউ বুঝে শুনে এ কালেমার স্বাক্ষ্য দিলে সে হবে মুসলিম, আর অস্বীকার করলে সে হবে কাফির। এ হচ্ছে এমন এক কালিমা যা মানুষের ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে পাঁথক্য করে দেয়। সবারই একথা জানা আছে যে, একজন অন্য র্ধমাবলম্বী যদি ইসলামে আসতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই এ কালিমার স্বীকৃতি দিতে হয়। বর্তমানে যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করছে তাদের জন্যও অবশ্যই জরুরী যে তারা বুঝে-শুনে এ কালিমার স্বাক্ষ্য দেবে অন্যথায় তাদেরও মুসলিম দাবী করা বৃথা হবে। **রসূল (সঃ) যখন মুয়ায (রাঃ) কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই তুমি আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং তুমি প্রথমে তাদেরকে কালিমার দাওয়াত দিবে। "(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)**

২.নাবী-রসুলদের মূল দাওয়াতই ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দিকে আহবান করা, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছিলেন ।আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [٢١:٢٥]

"আমি তোমার পূর্ব্বে এমন কোন রসূল পাঠাইনি তার কাছে এই ওহী ছাড়া যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" (সূরা, আম্বিয়া ২১:২৫)

সুতরাং এ কালিমার দাওয়াতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত, এ কালিমাকে মেনে নেয়াই হেদায়েতের রাস্তা গ্রহণ করা এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যানকে মেনে নেয়া।

৩.এ কালিমা ইসলামের মূল ভিত্তি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে শাহাদাতাইন বা দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দেয়া। আল্লাহর রাসুল বলেছেন***:-"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। এ স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসুল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, (আল্লাহর) ঘরের হাজ্জ আদায় করা এবং রমযান মাসে সিয়াম পালন করা।" (বুখারী, মুসলিম)***

এটা যেহেতু ইসলামের মুল ভিত্তি, এখন কেউ যদি বলে আমি মুসলিম, আমার দ্বীন ইসলাম তাহলে অবশ্যই তাকে এ কালিমার স্বাক্ষ্য জেনে-শুনে দিতে হবে এবং এটাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহন করতে হবে।

لا إله إلا الله

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ফযিলত"

লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ এর স্বাক্ষ্য যে ব্যক্তি দেয় তিনি মুসলিম, সর্বোত্তম জিনিস ঈমান লাভ করে। সে হয় অনুগ্রহ লাভের যোগ্য এক আল্লাহর বান্দা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অনেক ফযীলত। সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে কিছু ফযীলতের কথা তুলে ধরছি- মানুষের জীবনের চুড়ান্ত সফলতা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা। এ কালিমা জান্নাতে প্রবেশ করায়। আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি মারা গেল এ অবস্থায় যে সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম হা/২৬)

রসুল (সঃ) আর ও বলেন, ***"যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(মুসলিম)*** তবে অবশ্যই এর জন্য র্শত হচ্ছে বান্দাকে শিরক মুক্ত থাকতে হবে, যাবতীয় ইবাদত এক আল্লাহর জন্য নিবেদন করতে হবে। কারণ আল্লাহ-তায়ালা বলেনঃ

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [٥:٧ **"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।"** ***(সূরা-মায়িদা, ৫:৭২)***

মানুষের চুড়ান্ত র্ব্যথতা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া। যে ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে সে ধ্বংসের গহবরে পড়বে। এ এক এমন মহান কালিমা যে, তা জাহান্নামকে হারাম করে দেয়। আল্লাহর রসুল (সঃ) বলেন- ***"যে কেউ অন্তর হতে সত্য সহকারে এ কালিমার স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই) এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর রসুল আল্লাহ তাঁর উপর জাহান্নামের আগুন কে হারাম করে দিবেন।" (বুখারী, মুসলিম)***

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বণিত। তিনি আল্লাহর রসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন , ***"মূসা (আ:) বলেছিলেন ,হে আমাদের রব ,আমাকে এমন এক জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরন করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ বললেন ,হে মূসা তুমি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ "বলো। মূসা (আ:) বললেন আপনার সব বান্দাইতো এটা বলে। তিনি বললেন,হে মূসা ,আমি ব্যতিত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা,আর সাত তবক যমিন এক পাল্লায় থাকে আরেক পাল্লায় যদি শুধু "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ থাকে তাহলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে'।*** ইবনে হিব্বান হা নং ২৩২৪:মুতদরাক হাকিম,১ম খন্ড হা:নং ৫২৭:মুসনাম আবী ইয়া'লা ,হা:নং ১৩৯৩)
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর যিকর (স্মরন) করতে সমস্ত মাখলুক আদিষ্ট । এ কালিমার যিকির সর্ব্বোত্তম যিকির। নাবী (সঃ)বলেন- ***"সর্ব্বোত্তম যিকির হচ্ছে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ "*** **(সহীহ সুনানে তিরমিজি লিল -আলবানী ৩/২৬৯৪)**
এ কালিমা যে স্বীকার করে নেবে এবং শিরক মুক্ত থাকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। প্রিয় নাবী (সঃ) বলেন,***"যে ব্যক্তি বলে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, আর আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় তা সবই অস্বীকার (র্বজন)করে তার সম্পদ এবং রক্ত হারাম। আর তার হিসাব আল্লাহর উপর।" (মুসলিম)***

যদি কোন ব্যক্তি শিরক হতে বেঁচে খালিছ তাওহীদের (একত্ববাদের) অধিকারী হয়, তবে অবশ্যই তার একত্ববাদ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য । ফলে এটা তার সবচেয়ে বড় কারণ হবে সুখের জন্য এবং তার গুনাহ মাফের জন্য এবং পাপকে দূরীভূত করার জন্য; যা নাবী (সঃ)-এর হাদীসে এসেছেঃ"***যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নাই। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর বান্দা এবং তাঁর প্রেরিত রসূল। আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার ঐ কথা যা মরিয়ম (আঃ)- এর প্রতি প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি ঈসা (আঃ) আল্লাহ্ হতে প্রেরিত রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য- তবে তাকে আল্লাহ পাক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে যে কোন আমলই করুক না কেন।" (বুখারী ও মুসলিম)***এই সমস্ত সাক্ষ্য যখন কোন মুসলিম দিবে, তখন তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা ওয়াজিব হবে, যা চিরস্থায়ী নিয়ামতের জায়গা, যদিও তার কোন বড় ধরনের পাপ থাকে (অবশ্য শিরক ব্যতিত) হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ বলেন "***হে আদমের সন্তান, যদি তুমি কোন শির্রক না করে আমার সামনে দুনিয়া ভর্তি পাপরাশি সহ হাজির হও, তবে আমি তোমাকে দুনিয়া ভর্তি ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" (তিরমিযী)***
র্অথাৎ, যদি আমার কাছে আস দুনিয়া র্পূণ গুণাহ এবং পাপ নিয়ে, কিন্তু এমতাবস্থায় যে তুমি একমাত্র তাওহীদের (একত্বাবাদের) উপর মৃত্যুবরণ করেছ, তবে আমি অবশ্যই তোমার গুনাহখাতা মাফ করে দিব।

অন্য হাদীসে আছেঃ "***যে আল্লাহ পাকের সাথে কোন শিরক করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে শির্রকের উপরে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)***
এই সমস্ত হাদীসসমূহ তাওহীদের ফযীলত প্রকাশ করছে। মানুষের সুখের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় কাজ। তার গুনাহ মাফের জন্য এবং তার ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় অছিলা (মাধ্যম)।

লেখক আরো বলেন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবং অন্যান্য প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, এ সমস্ত হাদীসের র্অথ হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ কালিমা পাঠ করে এর উপর মৃত্যুবরণ করবে - যেভাবে নির্দিষ্ট সীমা রেখায় বর্ণিত হয়েছে - এবং এই কলিমাকে সংশয়হীনভাবে একেবারে নিরেট আল্লাহর ভালোবাসায় হৃদয়-মন থেকে এর স্বীকৃতি দেবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা প্রকৃত তাওহীদ হচ্ছে সাত্বিকভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এবং আকৃষ্ট হওয়া। আর ইখলাছ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঐ আর্কষণের নাম, যে আর্কষণ বা আবেগের ফলে আল্লাহর নিকট বান্দা সমস্ত পাপের জন্য খালিছ তওবা করবে এবং যদি এ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তবেই জান্নাত লাভ করতে পারবে। কারণ অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে যদি তার মধ্যে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান থাকে। এছাড়া অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অনেক লোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার পর সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর ঐ চিহ্নকে জাহান্নাম কখনো র্স্পশ করতে পারবে না।এতে বুঝা গেল ঐ ব্যক্তিরা নামাজ পড়ত এবং আল্লাহর জন্য সিজদা করত। আর অনেকগুলো হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এই সাক্ষ্য দান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, তার উপর জাহান্নামকে হারাম করা হবে। তবে একথা এমনিতে মুখে উচ্চারণ করলে হবে না, এর সাথে সর্ম্পক রয়েছে গুরুত্বর্পূণ এমন কিছু নির্দিষ্ট কাজ যা অবশ্যই করণীয়। অধিকাংশ লোক মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করলেও তারা জানে না ইখলাছ এবং ইয়াকীন বা দৃঢ় প্রত্যয় বলতে কি বুঝায়। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলো সর্ম্পকে অবহিত থাকবে না, মৃত্যুর সময় এ কারণে তার ফিতনার সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং ঐ সময় হয়তো তার মাঝে এবং কালিমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। অনেক লোক এ কালিমা অনুকরণমূলক বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী পাঠ করে। অথচ তাদের সাথে একান্তিকভাবে ঈমানের কোন সর্ম্পকই থাকে না। আর মৃত্যুর সময়ও কবরে ফিতনার সম্মুখীন যারা হবে তাদের অধিকাংশই এই শ্রেণির মানুষ।

لا إله إلا الله লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' নিয়ে যত ঝগড়া

রসুল (সা:) বলতেন: **আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।**

মুশরিকরা বলতো: আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদ আছে।

আল্লাহর রসুল (সা:) মুশরিকদের দেব-দেবীদেরকে অস্বীকার করতেন। আর মুশরিকরা বিরোধীতা করতো।আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ [٣٧:٣٥]

"তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই , তখন তারা ঔদ্বত্য প্রর্দশন করত।" (সূরা ছফফাত,৩৭:৩৫)

আমাদের মুকাবেলা করতে পারে এমন কে আছে? আমাদের শক্তি আছে, আমাদের দেব-দেবী আছে, আমাদের প্রতিমা আছে,আমাদের মাজার আছে,আমাদের পীর আছে, আমাদের ক্ষমতা আছে।

লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর কথা শুনে ওদের ব্লাড প্রেশার শুরু হয়ে যেত, চক্ষু লাল হয়ে যেত,রাগে-ক্ষোভে দাত কড়-মড় করতো, চিৎকার করতো। আল-কোরআনে আরও বনিত হয়েছে :

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ [٣٧:٣٦]

"এবং তারা বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব"। (সূরা ছফফাত, ৩৭:৩৬)

বুঝা গেল মুশরিকরা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর র্অথ ঠিকমতই বুঝেছিল। নতুবা তারা (আমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করব?) এ কথা কেন বললো? । এজন্যই মুশরিকরা বুঝে-শুনেই প্রতিবাদ করেছে।আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলেন وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا [١٧:٤٦]

"যখন আপনি কোরআনে আপনার রবের একত্ব র্বণনা করেন, তখন অনীহাবশত: ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়"। (বনী ঈসরাইল 17:৪৬)

তারা বলে: আমাদের লাত কোথায় গেল? উযযা কোথায় গেল? পীর কোথায় গেল? খাজা বাবা,গাজা বাবা কোথায় গেল? আল-কোরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ [৩৮:৫]

"সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেললো । G নিশ্চয়ই এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার"। (ছোয়াদ ৩৮: ৫)

মুশরিকরা বলে: আল্লাহ ও আছেন, খাজা বাবাও আছেন, আল্লাহ ও আছেন, গাজা বাবাও আছেন, আল্লাহ ও আছেন, কবর ওআলা ও আছেন, আল্লাহ আছেন, পীর সাহেব ও আছেন। ***রসুল (সা:) বলেন:*** আল্লাহই আছেন, খাজা বাবা নাই, আল্লাহই আছেন, গাজা বাবা নেই, আল্লাহই আছেন, কবর ওআলা নেই, আল্লাহই আছেন, পীর সাহেব নেই।আল-কোরআনে আরও বর্নিত হয়েছে وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"যখন আল্লাহর এককত্ব আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য ইলাহ'দের আলোচনা করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে ওঠে" ।(সূরা-যুমার, ৩৯:৪৫)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মক্কার কাফির-মুশরিকদের আজব চিত্র তুলে ধরেছেন, যখন এক আল্লাহ তথা তাওহীদের আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায় রাগে-ক্ষোভে, অন্তরটা ফেটে যেতে চায়। শরীরের পশমগুলো দাড়িয়ে যায়, চেহারাটা মলিন হয়ে যায়,আর যদি আল্লাহর সাথে তাদের নেতা, পীর, বুর্জুগ তথা গাইরুল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়, খুশীতে বাগ বাগ হয়ে যায়, চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

ইসলাম বলে গাইরুল্লাহ'কে বর্জন করতে হবে, মুশরিকরা বলে গাইরুল্লাহ'কে বর্জন করা যাবে না। গাইরুল্লাহ'র নামে নজর-মান্নত বন্ধ করা যাবে না।

কুরআন মাজীদ বলছে আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহ (তথা পীর, বুর্যুগ,ওলী-আউলিয়াদের) কে যোগ করার এ রোগ শুধু মুশরিকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পূববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, রোগ একটাই কিন্তু ডাক্তার পরির্বতন হচছিল।

যখনই নাবী-রসুলগণ মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের(একত্ববাদের) কথা বলেছেন এবং তাদের কাছে দলীল-প্রমানের ভিত্তিতে **'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ'** এর মূল দাবী পেশ করেছেন, তখনই তারা (কাফিররা) জবাবে বলেছে: قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ [১৪:১০]

" তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ মাবুদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পস্ট প্রমান আনয়ন কর।"(সূরা ইবরাহিম:১০)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূববর্তী উম্মতের মুশরিকগণ ও নাবী-রসুলদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এ কারণে যে তার বুঝতে পেরেছিল আমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য মা'বুদদের ইবাদত করা থেকে তাদেরকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে।

কওমে নুহ:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا [৭১:২৩]

অথ "তারা বলছে: তোমরা তোমাদের ইলাহ'দের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ,সূআ,ইয়াগুছ,ইয়াউক ও নসরকে।" (নূহ: ৭১:২৩)

হযরত নূহ (আ:) তার জাতিকে পূর্বের আয়াতে শুধু এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহবান করেছে। তিনি কোন পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ তার জাতি প্রতি উত্তরে পাচজন আল্লাহ ওয়ালা'দের নাম উল্লেখ করলো। বর্তমানে ও তাওহীদের (একত্ববাদের) দাওয়াত দিলে মানুষ বিভিন্ন পীর-বুর্জুগদের কথা উল্লেখ করে।

কওমে আ'দ:

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

"তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? (সূরা আরাফ ৭:৭০)

অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইবাদত করতে আপত্তি করে নাই, শুধু তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তাদের আপত্তি ছিল।

কওমে হুদ:

হুদ (আ:) এর জাতি অহংকার এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হুদ (আ:) কে বললো

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ [١١:٥٣]

"***তারা বলল হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমান নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না,আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (সূরা হুদ,১১:৫৩)***

এই আয়াতেও প্রমাণিত হলো হুদ (আ:) গাইরুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি দেননি, আরা তার জাতি গাইরুল্লাহর ইবাদত ছাড়তে পারে নি।

কওমে সামুদ:

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ [١١:٦٢]

" তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্ব্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যার ইবাদত করত তুমি কি আমাদেরকে তার ইবাদত করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (হুদ,১১:৬২)

আহলে মাদয়ান:

হযরত শুআইব (আ:) তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পরে তার জাতি তাকে উত্তর দিল:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ [١١:٨٧]

"তারা বলল: হে শুআইব (আ:) তোমার সালাত কি তোমাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব ইলাহ'দেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করত?" (সূরা হূদ,১১:৮৭)

উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সবকালে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে অস্বীকার করতো, এবং তার কঠোর বিরুধী ছিল। (কিতাবুল ঈমান,মুফতী জসীম উদ্দিন রহমানী)

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ) এ তাওহীদী কালিমার উপকারিতা

এ কালিমার স্বীকৃতির মাধ্যমে মূলত তাওহীদের (একত্ববাদের) স্বীকৃতি দেয়া হয়। তাওহীদের শাব্দিক অর্থ একীকরণ (কোন কিছু এক করা) অথবা দৃঢ়ভাবে এককত্ব ঘোষণা করা। কিন্তু যখন তাওহীদ শব্দটি আল্লাহর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ সম্পর্কিত মানুষের সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ র্কমকান্ডে আল্লাহর এককত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়। মানুষের একক ও সমষ্টিগত জীবনে **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"** এর স্বাক্ষ্য দানের মাধ্যমে যখন সত্যিকার তাওহীদ আসবে তখন অতীব সুন্দর ফল পাওয়া যাবে। ঐ সমস্ত লাভের মধ্যে আছেঃ

১. তাওহীদ মানুষকে অপরের দাসত্ব থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে নত হওয়া এবং ঐ সমস্ত সৃষ্টি যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের কোন ক্ষমতা নেই নিজেদের ক্ষতি ঠেকাতে বা ভাল করতে, না তারা মৃত্যু দেয়ার অধিকারী, না কবর থেকে বাঁচানোর ক্ষমতার অধিকারী, তাওহীদ ঐ সমস্ত কিছুর ইবাদত করা হতে মানুষকে মুক্তি দেয়; অপরের গোলামী করা হতে বাঁচিয়ে ঐ এক আল্লাহর দাসত্বে লাগিয়ে দেয় যিনি তার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। তার বুদ্ধিকে নানা ধরনের কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা হতে স্বাধীন করে। এজন্য পবিত্র কুরআন এ দেখা যায় মুশরিকদের নেতারা ও অজ্ঞ ।

সীমালঙ্ঘনকারীরা সর্বদাই সমস্ত নাবীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের রসূল (সঃ)-এর দাওয়াতের কারণ তারা বুঝত যে যখনই কেউ বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ তখনই সে মানুষের গোলামী করা হতে স্বাধীন হয়ে যাবে এবং সে অত্যাচারের বেড়াজাল ছিড়ে ফেলবে, মুমিনদের কপাল উঁচু হবে এবং তারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবে না।

২. তাওহীদ সঠিক ব্যক্তিত্ব গড়তে সহায়তা করে। মানুষ এতে সঠিকভাবে জীবন গঠন করতে পারে এবং সত্যিকারের দিক নির্দেশনা পায়। তার লক্ষ্য বস্তুকে নির্দিষ্ট করে দেয়। কারণ সে বুঝে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ফলে তাঁর দিকে গোপনে ও প্রকাশ্যে মুখ ফেরাতে পারে। সুখে ও দুঃখে তাঁকে ডাকতে পারে। অন্যদিকে মুশরিকদের আত্মা নানা ধরনের রব ও উপাস্যের প্রতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে একবার সে জীবিতদের দিকে মুখ ঘোরায়, আবার সে মৃতদের দিকে ঘুরে। এ কারণেই ইউসুফ (আঃ) বলেছেনঃ

"يَا صَاحِبَي السِّجْنِأَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَخَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [١٢:٣٩]

হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! নানা ধরনের রবই উত্তম, না এক আল্লাহ যিনি একক এবং সর্বোচ্চ শক্তিধর।" (সুরা ইউসুফঃ ৩৯)

তাই মুমিন এক আল্লাহর ইবাদত করেন। তিনি জানেন কি করলে তার রব (পালনর্কতা) খুশী হবেন, আর কি করলে তিনি নারাজ হবেন। তাই যে কাজে তিনি খুশী হন তাই করতে থাকেন। ফলে তার অন্তর শান্ত হয়ে যায়। আর মুশরিক নানা ধরনের উপাস্যের উপাসনা করে। কোনটা তাকে ডানে নিয়ে যায়, কোনটা বামে। আর তার মাঝে পড়ে সে হয় কিংর্কতব্যবিমূঢ় ।এতে তার মনে কোন শান্তি থাকে না।

৩. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার ভিত্তি। কারণ, এর দ্বারাই সে নিরাপত্তা ও শান্তি পায়। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। তা ভয়ের সমস্ত দ্বার বন্ধ করে দেয়, যেমন রিযিকের ব্যাপারে, জানের ব্যাপারে, পরিজনের জন্য, মানুষ হতে ভয়, জিন হতে, মৃত্যু হতে এবং অন্যান্য ভয়-ভীতি হতেও। একত্ববাদী মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অন্যেরা যখন ভয়ের মধ্যে থাকে তখন তাকে দেখবে র্নিভীক। যখন মানুষ চিন্তা পেরেশানীতে র্জজরিত, তখন সে অবিচলিত থাকে ।এদিকে র্নিদেশ করে পবিত্র কুরআন এ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ [٦:٨٢]

"যারা ঈমান এনেছে এবং তার সাথে শিরককে জড়িত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি এবং তাঁরাই হচ্ছে হেদায়াতপ্রাপ্ত।" (সুরা আনআম ৬: ৮২)

আর এই নিরাপত্তা মানুষের অন্তরের অন্তস্থল হতে র্নিগত হয়। কোন প্রহরীর প্রহরায় হয় না। এ হল দুনিয়ার নিরাপত্তা। আর আখিরাতের নিরাপত্তা তো আরও বড় এবং চিরস্থায়ী। কারণ তারা আল্লাহর জন্য ইখলাছের সাথে ইবাদত করেছে এবং তাদের একত্ববাদের সাথে কোন শিরক মিশায়নি। কারণ শিরকই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ ও অত্যাচার।

৪. তাওহীদ হচ্ছে মানুষের মনের শক্তির উৎস। তা তাকে মানসিক শক্তি যোগায়। ফলে তার অন্তর আল্লাহ্ হতে প্রাপ্তির আশায় ভরে যায়। তার উপর বিশ্বাস জন্মে এবং তাঁর উপর ভরসা করে, তাঁর বিচারে মন খুশী থাকে, তাঁর হতে প্রদত্ত বিপদে সহ্য ক্ষমতা আসে। সৃষ্টি থেকে সে মুখ ঘুরাতে পারে, সে পাহাড়ের মত অটল হয়ে যায়। যখনই সে কোন বিপদে পতিত হয়, তখনই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ডাকতে থাকে। সে কখনও মাজারে মৃতের কাছে ফরিয়াদ করতে যায় না। তাদের র্নিদশন হচ্ছে নাবী (সঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসেঃ

"যখন কোন কিছু চাও শুধু আল্লাহর কাছেই চাও, যখন কোন সাহায্য চাও তাঁর কাছেই চাও।" (তিরমিযী, হাসান, ছহীহ) ।তাঁরা সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের ঐ কথার উপর আমল করে-

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ

"যখন আল্লাহ পাক তোমাকে কোন বিপদ র্স্পশ করান, তখন তিনি ছাড়া কেউ তাকে দূর করার নেই।" (সুরা আনআম ৬: ১৭)

৫. তাওহীদ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব এবং একতার বন্ধনের মূল। কারণ তা কখনই এমন অনুমতি দেয় না যে, আল্লাহকে ছেড়ে একদল লোক অপর দলকে রব হিসেবে মানবে। কারণ, উপাসনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং সমস্ত মানুষের ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তিনিই রাখেন।

নিজ জীবনে তাওহীদ বাস্তবায়ন বা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা

তাওহীদের বাস্তবায়ন হলঃ তাওহীদকে শিরক, বিদ্‌আত ও পাপাচার মুক্ত করা। তাওহীদকে কলুষ মুক্ত করা দু'রকমঃ

ওয়াজিব ও মান্দুব বা মুস্তাহাব।

ওয়াজিব তাওহীদ তিন বিষয়ের মাধ্যমে হয়ঃ

- তাওহীদকে এমন শিরক, হতে মুক্ত করা, যা মূল তাওহীদের পরিপন্থী।
- তাওহীদকে এমন বিদ্‌আত হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের পরির্পূণতার পরিপন্থী বা মূল তাওহীদের পরিপন্থী অথবা সে বিদ্‌আত যদি কুফুরী পরযায়ের হয়ে থাকে।
- তাওহীদকে এমন পাপর্কম হতে মুক্ত করা যা তাওহীদের র্অজিত পূণ্য হ্রাস করে এবং তাওহীদে কু-প্রভাব ফেলে।

আর মান্দুব (তাওহীদ) হলো মুস্তাহাব কাজ। যেমন নিম্নরূপঃ

- ইহসানের (ইখলাসের) র্পূণ বাস্তবায়ন।
- ইয়াকীনের (দৃঢ়তার) র্পূণ বাস্তবায়ন করা।
- আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট অভিযোগ না করে র্পূণ ধৈরয্য ধারণ করা।
- সৃষ্টি জীব হতে মুক্ত হয়ে শুধু মাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই যথেষ্ঠ মনে করা।
- কিছু বৈধ উপকরণ ত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর উপর র্পূণ তাওয়াক্কুলের প্রকাশ। যেমন-ঝাড় ফুঁক ও দাগা (রোগ নিরাময়ের জন্য) ছেড়ে দেওয়া।
- নফল ইবাদাত করে আল্লাহর নৈকট্য র্অজনের মাধ্যমে র্পূণ ভালবাসা লাভ করা।

অতঃপর যারা তাওহীদকে বাস্তবায়ন করবে উপরে র্বণনানুপাতে এবং বড় শিরক হতে বেঁচে থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করা হতে পরিত্রান লাভ করবে। আর যারা বড় ও ছোট শিরক করা হতে বেঁচে থাকবে এবং বড় ও ছোট পাপ হতে দূরে থাকবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে র্পূণ নিরাপত্তা রয়েছে।আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। আর ইহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা (তার অন্যান্য অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।" (সূরা আন-নিসা,৪: ৪৮)তিনি আরো বলেনঃ

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ [٦:٨٢

"যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনা, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।" *(সূরা, আল-আনআম ৬:৮২)* وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

অর্থাৎ-" যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার কোন দালীল-প্রমাণ নেই, তার হিসাব তার পালনর্কতার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফিররা সফলকাম হবে না।"(সূরা আল মু'মিনূন-২৩:১১৭)

তাই শুধুমাত্র মুখে **“লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ”** বললেই মুসলিম হওয়া যাবে না। মুসলিম হতে হলে মুখে এই কালিমাহ স্বীকার করার সাথে সাথে মনে-প্রাণে ও কাজে-কর্মে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করতে হবে এবং এসব বাত্বিল উপাস্যের উপাসনা থেকে এবং যারা এগুলোর উপাসনা করে তাদের থেকেও সর্ম্পূণরূপে মুক্ত ও দূরে থাকতে হবে। সাথে সাথে সাব্বিকভাবে ‘ইবাদাতকে শুধুমাত্র রব্বুল ‘আলামীন আল্লাহ্‌র জন্যে খাঁটি ও বিশুদ্ধ করতে হবে, তথা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্‌র ‘ইবাদাত করতে হবে।

و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً ا عَبْدُهُ و رَسولُهُ

“এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল”এ সাক্ষ্যবানীর র্অথ ও র্মমকথা:

মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল” এই সাক্ষ্যের প্রকৃত র্অথ হলো:- মুহাম্মাদ (সা:) মানব ও জিন জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত সব্বশেষ রসূল (র্বাতাবাহক), যার কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একের পর এক র্বাতা বা সংবাদ আসে। তিনি ইলাহ বা উপাস্য নন এবং উপাস্য হওয়ার কোন গুণাবলী বা যোগ্যতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র এক বান্দাহ এবং তাঁর প্রেরিত নাবী ও রসূল ।

مُحَمَّدً اعَبْدُهوَرَسُولُه ”মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল”এই শাহাদাহ বা সাক্ষ্য প্রদানের দাবি ও চাহিদা হলো-:

(ক) রসূল (সা:) যা কিছুর আদেশ করেছেন তা যথাযথভাবে মেনে চলা।

(খ) তাঁর দেয়া যাবতীয় র্বাতা-সংবাদকে নির্দ্বিধায়-নিঃসন্দেহে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

(গ) তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্ম্পূণরূপে বিরত থাকা।

(ঘ) আল্লাহ্‌র নির্দেশিত এবং রসূল (সা:) এর অনুসৃত শরীয়াতের (বিধান) অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা। শারীয়াতের মধ্যে নতুন কিছু যোগ বা সংযোজন না করা এবং নিজের মনগড়া পন্থায় আল্লাহ্‌র ইবাদাত না করা।

নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল” এ সাক্ষ্যবাণীর তাৎপয্য হলো:

মুহাম্মদ (সা:) যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ে তার অনুকরন করা, তিনি যে সমস্ত বিষয়ের খবর দিয়েছেন সে গুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এ ছাড়া তিনি যে সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করেছেন , ভয় প্রদর্শন করেছেন, সে সমস্ত বিষয় হতে দূরে থাকা। এমনিভাবে যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা ইসলামী শরীয়ত হিসাবে র্নিধারন করেছেন শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করা। কাজেই “মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল” এই সাক্ষ্যবানীর যে কয়টি বিষয় উপরে বর্ণিত হয়েছে- ঐ বিষয়গুলি যথাযথভাবে প্রতিপাদন করা বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম এর জন্য একান্ত কতব্র্য ।

অতএব যে ব্যক্তি ‘মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল” এ সাক্ষ্যবাণী শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারন করল ,অপরদিকে রসূল (সা:) এর নির্দেশ বর্জন করল, তার নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলো এবং রসূল (সা:) কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অনুসরন করল, এ ছাড়া আল্লাহ তা’আলা যে সমস্ত বিষয়কে শরীয়ত হিসাবে র্নিধারন করেন নাই, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর ইবাদত করল, তাহলে সে ব্যক্তি রসূল (সা:) এর রিসালাত সর্ম্পকে র্পূণ সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি হিসাবে গন্য হবে না। এ প্রসঙ্গে নাবী কারিম (সা:) বলেছেন: ***যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে অবশ্যই আল্লাহর নাফরমানী করল। (বুখারী)***

মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল এই সাক্ষ্যবাণীর র্মমকথা হল:

১. মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি এবং তাঁর নিকট যা অবর্তীণ হয়েছে তার উপর ঈমান আনা। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ***“ হে ঈমানদারগণ !তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূলের, তাঁর রসূলের নিকট যা অবর্তীণহয়েছে সেই কিতাবের উপর ঈমান আন। ”[সূরা নিসা ৪:১৩৬]***

৩ .একমাত্র রসূলকেই উত্তম আর্দশ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ***“তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আর্দশ রয়েছে।” [সূরা আহযাব ৩৩:২১[***

৪ .সর্বদা তাঁর সম্মান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٤٨:٩] ***যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর “।[সূরা ফাতহ ৪৮:৯[***

৫ .পৃথিবীর সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালবাসা । হাদীসে আছে আব্দুল্লাহ বিন হিশাম রা .থেকে বর্ণিত, একদা উমার (রা) রসূল (সা:) কে বললেন, “ ***হে আল্লাহর রসূল আমার জীবন ব্যতীত সকল বস্তুর চেয়ে আপনি অবশ্য আমার নিকট প্রিয়। নাবী (সা:) বললেন :না, ঐ সত্বার কসম !যাঁর হাতে আমার জীবন আছে, যতক্ষণ না আমি তোমার জীবন থেকেও প্রিয় হব ততক্ষণ তুমি পূর্ণ মু’মিন হতে পারবে না। তখন উমার রা .বললেন, তাহলে নিশ্চয়ই এখন আপনি আমার জীবন থেকেও অধিক প্রিয়, তিনি(সা:)বললেন, এখন হয়েছে হে উমর। ”[বুখারী[***

৬ .তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা। আল্লাহ তা’আলা বলেন إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٣٣:٥٦] ***“আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন! হে মুমিনগণ! তোমরা নাবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।” (সূরা আহযাব ৩৩:৫৬)***

৭ .দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا [٣٣:٣٦] ***“আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে সে সুস্পষ্ট গুমরাহ হয়।” [সূরা আহযাব ৩৩:৩৬[***

৮ .কোন অবস্থাতেই তাঁর খেয়ানত না করা। ইরশাদ হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [٨:٢٧] ***“হে ঈমানদারগণ, খেয়ানত করোনা আল্লাহর সাথে ও রসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে।” [সূরা আনফাল ৮:২৭[***

৯ .তাঁর আদেশ অমান্য না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ [٨:٢٠] ***“হে বিশ্বাসীগণ !আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য কর না।” [সূরা আনফাল ৮:২০[***

১০ .তাঁর বিরুদ্ধাচারণ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِداً فِيها ولَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [٤:١٤] ***“যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর র্নিধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন,সে তাতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে।”[সূরা নিসা ৪:১৪[***

১১ .রসূলুল্লাহ (সা:) কে নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রা:) থেকে বর্ণিত, ***”আল্লাহর রসূল সা .বলেছেন, “ তোমরা আমার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন ভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তো একজন বান্দা বৈ আর কিছু নই। তাই তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।” [বুখারী ও মুসলিম[***

১২ .তিনিই সর্বশেষ নাবী। তাঁর পর আর কোন নাবী-রসূলের আগমণ ঘটবে না, এর স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا [٣٣:٤٠]

“মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।” (সূরা আহযাব ৩৩:৪০)

এমনিভাবে ***"মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রসূল" এই কথার অর্থ এই নয় যে "রসূল (সা:) মানুষের ইবাদত পাবার অধিকার আছে"***। এরুপ কোন ধারনা বা বিশ্বাস মোটেই করা যাবে না। ***(তাহলে আল্লাহর সাথে রসূল (সা:) কে (শিরক) অংশীদার স্থাপন করা হবে)***। বরং এটা যর্থাত যে মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল (সা:) যার ইবাদত করা যাবে না শুধু তার অনুসরন করতে হবে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে বুঝলাম মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলতে বুঝায় : সকল বিষয়ে তারই একনিষ্ঠ অনুসরন,তাকেই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে উত্তম আর্দশ (মডেল) হিসেবে মেনে নেয়া,তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসা, তার আনুগত্য করা, তার প্রতি দুরুদ পাঠ করা, তার দয়ো নির্দেশাবলী মেনে চলা, তার আদেশ অমান্য না করা এবং তাকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করা এবং তাকেই সর্বশেষ নাবী হিসেবে মেনে নেওয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ [٢٣:١١٥]

" তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অর্নথক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না ?"(সূরা মু' মিনুন২৩:১১৫)

মানুষ সৃষ্টির সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য সর্ম্পকে আল্লাহ্ (সুবঃ) তায়ালা বলেনঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥١:٥٦]" ***আমি মানুষ এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য "। (সূরা-যারিয়াত ৫১:৫৬)***আয়াতের এর ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন অর্থাৎ আমার (আল্লাহর) একত্বকে মেনে নেয়ার জন্যই আমি তাদের সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তাওহীদকে মেনে নিয়ে এককভাবে শুধু আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই আল্লাহ্ (সুবঃ) মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ দিকেই সমস্ত নবী-রাসূলগণ আহবান করেছিলেনঃ

"وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসুল প্রেরন করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে র্বজন করার নির্দেশ দেবার জন্য " (সূরা নাহল ১৬:৩৬)

সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা। ***রসূল (সঃ) বলেছেন-"বান্দার প্রতি আল্লাহর হক্ হচ্ছে তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" (মুসলিম,ইফাবা/৫০)***

সুতরাং যে ব্যক্তি শরীক বিহীন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পূরণ করল, আল্লাহর হক্ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর হক্ আদায় করল না। সে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনল, সে কাফির, মুশরিক এবং অকৃতজ্ঞ। অতএব একজন মানুষের উচিত তার নিজের মুক্তির জন্য নিম্নের তিনটি বিষয়ে জানা এবং নিজের জন্য মেনে নেয়াঃ

১। এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা।
২। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক (অংশিদার) না করা।
৩। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে রব এবং ইলাহ হিসেবে গ্রহন না করা।

উপরোক্ত আল-কোরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে আমরা কালিমাতুত শাহাদাহ (সাক্ষ্যদানের বাক্য) ও কালিমাতুত তাওহীদ এর সঠিক র্অথ,ব্যাখ্যা,উপকারিতা,ফযিলত গুরুত্ব জানতে পারলাম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে তার সঠিক দ্বীন ইসলাম এর পথে চলার তৌফিক দান করুক এবং আমাদেরকে তার নেককার বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত করুন আমীন। ছুম্মা আমীন।।।

{বি:দ্র: বইটি পড়া হলে অন্যকে উপহার দিন।}

[মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। এই বইয়ে কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পরলে তা ওযেবসাইটে জানালে পরর্বতীতে সংশোধন করব ইনশ আল্লাহ]

www.allahordikahban.wordpress.com

'আপনিও হোন ইসলামের প্রচারক'

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ফযীলত

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া ও তাবলীগ করার ফযিলত ও সওয়াব অফুরন্ত ও অনেক বেশী। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে? যে আল্লাহর দিকে আহবান করে,সৎ আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম (আত্বসর্মপনকারী)"

(সূরা: হা-মিম আস-সাজদাহ ৪১:৩৩)

দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু কাজ করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও ভাল কাজ হচ্ছে পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে এবং সত্য পথের দিকে আহবান করা।

মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। হাদীসের মধ্যে এসেছে

"কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবে না"

[সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]

প্রকাশনায়:

আল্লাহর দিকে আহবান প্রকাশনী

Web: www.allahordikeahban.wordpress.com

অনেক গুলো ইসলামিক ওয়েবসাইট

ভাল লেকচার এর জন্য

www.allahordikeahban.wordpress.com
www.islamicalo.com
www.quraneralo.com
www.jumuarkhutba.wordpress.com
www.islameralo.wordpress.com

ফাতওয়ার জন্য

www.islam-qa.com
www.fatwa-online.com
www.islamhouse.com

বিশুদ্ধ ইসলামি বই ডাউনলোডের এর জন্য

www.islamiboi.wordpress.com
www.shorolpoth.com

ভাল লেখা পড়ার জন্য

www.quraneralo.com
www.sorolpath.wordpress.com
www.dineralo.wordpress.com

[আজই ভিজিট করুন]